প্রথম আলো

তারিখ 19 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্নাতক পর্যায়ে এ বছর চরম শিক্ষার্থী সংকট

যোগ্য প্রার্থীর অভাবে প্রায় সোয়া লাখ আসন খালি পড়ে থাকবে

আরিফুর রহমান

স্নাতক পর্যায়ের কলেজগুলোতে তীব্র শিক্ষার্থী সংকট দেখা দেবে। শিক্ষার্থীর অভাবে স্নাতক-স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজগুলোতে প্রায় সোয়া লাখ আসন শূন্য থাকবে। ফলে এমনকি মাত্র দু-একজন শিক্ষার্থী নিয়েও অনেক কলেজকে সন্তুষ্ট থাকতে হতে পারে। গ্রাম পর্যায়ের কলেজগুলোতে এই সমস্যা খুবই তীব্র।

শিক্ষা পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যুরোর (ব্যানবেইস) পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে এ মুহূর্তে ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৪২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৫০টি স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের কলেজ রয়েছে। এ ছাড়া ১ হাজার ১৫০টি ডিগ্রি কলেজ, ১৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজ, চারটি বিআইটি রয়েছে। সব মিলিয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক পর্যায়ে খালি আসনের সংখ্যা ২ লাখ ৬০ হাজার। কিন্তু ভর্তির যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮১৮ জন। এই শিক্ষার্থীরা গত বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তা ছাড়া প্রতি বছর অন্তত ৫ হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যায়। আর এই হিসাবে চলতি শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তত ১ লাখ ১৪ হাজার ২৮২টি আসন খালি থাকবে।

শিক্ষার্থী সংকট যে কতটা প্রকট এ বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে স্নাতক পর্যায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। নির্ধারিত আসনের বিপরীতে ১২ হাজারের মতো কম পরীক্ষার্থী এই ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। উল্লেখ্য, গত বছরও জাতীয় এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

চরম শিক্ষার্থী সংকট

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত আসনের বিপরীতে ৮ হাজারের মতো আসন খালি ছিল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এ রকম চলতে থাকলে সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান বিচার করে প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিওভুক্তি (মান্থলি পে অর্ডার) বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে তার আগে সতর্ক করে চিঠি দিয়ে এক বছর সময় দেওয়া হতে পারে।

শিক্ষাবিদরা বলেন, মানসম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোকে ঢালাওভাবে স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত করা এবং পাস কোর্স চালু আছে এমন কলেজে স্নাতক সম্মান কোর্স খোলার অনুমতি দেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সংকট হওয়ার মুখ্য কারণ। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ২০০১ সালের প্রতিবেদনেও এ কথা বলা হয়।

মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ইসহাক হোসেনের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করলে তিনি বলেন, গণহারে ডিগ্রি কলেজ খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে শিক্ষার পরিকাঠামো আছে কি না সেই দিক বিবেচনা ছাড়াই। আর তার ফলে এখন অনেক কলেজ শিক্ষার্থীই খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ ওইসব কলেজের পেছনে বছরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সরকার।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে প্রথম আলোকে তিনি বলেন, শিক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য না পেয়ে রাজনৈতিক কিংবা অন্য বিবেচনায় দেশে বহু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ কথা ঠিক। তিনি বলেন, তারা এসব প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেবেন। তিনি সরকারকে এ ব্যাপারে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন, তারা নতুন প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে নিয়মকানুন কিছুটা জোরালো করেছেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেন, শিক্ষার্থী না থাকলে সেই প্রতিষ্ঠানের আদৌ দরকার আছে কি না সেটা ভেবে দেখতে হবে।